হালালের ফযীলত এবং হারামের শাস্তি

14-February-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةٌ لَّهٗ عِنْدِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার দিনে আমার প্রতি দারূদ শরীফ পাঠ করবে, তবে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত আমার দয়াময় দায়িত্বে হবে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুয যিকির, ১/২৫৫, ১ম অংশ, হাদীস নং- ২২৩৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه!, اُذْكُرُ اللّٰه!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং

আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্ররিশ্রম এবং চাকুরী সাধারণত পুরুষরাই করে থাকে কিন্তু অনেক সময় পরিবারের ব্যাপক চাহিদা মানুষকে বিপদে ফেলে দেয়, যেমন; মা যখন তার সন্তানকে, স্ত্রী যখন তার স্বামীকে এবং বোনরা যখন তাদের ভাইকে এই বিষয়ে উদ্ধুদ্ধ করে যে, বেশি উপার্জন করো, এত কম বেতনে কি হবে? তখন এই সকল বিষয়ের কারণে তারা নাজায়িয মাধ্যম অবলম্বন করে থাকে, তাই আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেনো আমাদের পরিবারকে শুধুমাত্র হালাল পন্থায় উপার্জনের এবং খাওয়ারই মাদানী মানসিকতা প্রদান করি আর অহেতুক জিদ এবং চাহিদা করে তাদেরকে বিপথে পরিচালিত হওয়ার কারণ না হই। কোরআনে করীম ও হাদীসে মুবারাকায় অসংখ্য স্থানে হালাল খাওয়ার এবং হারাম থেকে বাঁচার আদেশ দেয়া হয়েছে। আসুন! আজকের বয়ানে আমরা হালাল খাবারের ফযীলত এবং হারাম খাবারের ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কাপড়ের মূল্য সদকা করে দিলেন

কোটি কোটি হানাফীদের ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হালাল রিযিক অন্বেষণে ব্যবসার পেশা অবলম্ভন করেছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কাপড়ের অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু এরপরও তাঁর ব্যবসা দয়া, দান দাক্ষিণ্য এবং ইসলামের পবিত্র মূলনীতি অনুযায়ী ছিলো। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা হাফস বিন আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমার সাথে ব্যবসা করতেন এবং আমার নিকট

ব্যবসার পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে বলতেন: হে হাফস! অমুক কাপড়ে সামান্য ত্রুটি আছে। যখন তুমি এটা বিক্রি করবে তখন ত্রুটির কথা বলে দিও। হযরত সায়্যিদুনা হাফস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একবার ব্যবসার পণ্য বিক্রি করলো এবং বিক্রি করার সময় ত্রুটি সম্পর্কে বলতে ভূলে গেলো। যখন হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জানতে পারলেন তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সমস্ত কাপড়ের মূল্য সদকা করে দিলেন। (তারিখে বাগদাদ, বাব মানাকিবে আবি হানিফা, ১৩/৩৫৬)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, আমাদের ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হালাল রুজি খাওয়ার এবং হারাম গ্রাস ও সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বাঁচার জন্য কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতেন, নিঃসন্দেহে তিনি জানতেন যে, হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তুতে কণা পরিমাণও বরকত হয় না, বরকত তো পুরোপুরি হালাল ও পবিত্র বস্তুতেই রাখা হয়েছে, সম্ভবত এই কারণেই তিনি বিক্রিত কাপড়ের সম্পূর্ণ মূল্য নিজের নিকট রাখা পছন্দ করলেন না এবং **আল্লাহ তায়ালার** পথে সদকা করে দিলেন।

বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে সেই সব লোকদের শিক্ষাগ্রহন করা উচিৎ যে, যাদের জীবনে লক্ষ্য শুধুই সম্পদ উপার্জন করা এবং ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি করা। অনেক সময় এমন লোকেরদের মধ্যে সম্পদ অর্জনের আগ্রহ এতই প্রাধান্য বিস্তার করে যে, তারা লেনদেনের সময় হারামের আপদে লিপ্ত হয়ে শুধু নিজে নয় বরং নিজের পরিবারকেও ধ্বংসের দিকে টেলে দেয়। মনে রাখবেন! দুনিয়ায় যার নিকট যতবেশি সম্পদ থাকবে, আখিরাতে তাকে ততবেশি হিসাবও দিতে হবে, সুতরাং আমাদের হারাম বস্তু পরিহার করে সর্বদা হালাল ও পবিত্র রুজিরই অন্বেষণ করা উচিৎ এবং অপরকেও এর উৎসাহ দেয়া উচিৎ, যেন আমাদেরও হালাল গ্রাসের ফযীলত অর্জিত হয়।

হালাল গ্রাসের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইহইয়াউল উলুমে বলেন যে, কিছু বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বলেন: মুসলমান যখন হালাল রুজির প্রথম গ্রাস খায়, তখন তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং যে ব্যক্তি হালাল রুজির অন্বেষণে অপমানজনক স্থানে দাড়াঁয়, তবে তার গুনাহ গাছের পাতার ন্যায় ঝড়ে যায়।

(ইহইয়াউল উলুম, ২/১১৬)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইসলামে হালাল ও পবিত্র খাবারের কিরূপ গুরুত্ব রয়েছে তা এই বিষয়টি থেকে অনুমান করুন যে, স্বয়ং **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** পবিত্র কালামে হালাল ও পবিত্র রুজি খাওয়া সম্পর্কে স্পষ্টভাবে আদেশ ইরশাদ করেছেন, যেমনটি পারা ৭ সূরা মায়েদার ৮৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَیِّبًا ۪ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿۸۸﴾

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ৮৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আহার করো যা কিছু তোমাদেরকে **আল্লাহ্** জীবিকা দিয়েছেন, হালাল পবিত্র; এবং ভয় করো **আল্লাহকে**, যার উপর তোমাদের ঈমান আছে।

দ্বীতিয় পারা সূরা বাকারার ১৬৮ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِی الْاَرْضِ حَلٰلًا طَیِّبًا ۫ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّیْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ﴿۱۶۸﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৬৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মানবজাতি! তোমরা আহার করো যা কিছু যমীনে হালাল, পবিত্র রয়েছে এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।

হালাল ও পবিত্র রুজি দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

তাফসীরে **সীরাতুল জিনানে** রয়েছে যে, হালাল ও পবিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই বস্তু যা স্বয়ং নিজেও হালাল, যেমনটি ছাগলের মাংস, সবজী, ডাল ইত্যাদি এবং তা আমাদের অর্জিতও হয়েছে জায়িয উপায়ে অর্থাৎ চুরি, ঘুষ, ডাকাতি ইত্যাদির মাধ্যমে না হওয়া। **(সীরাতুল জিনান, পারা ২, আল বাকারা, ১৬৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২৬৮)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হালাল খাবারের গুরুত্ব

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন মুয়া'য رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আনুগত্য **আল্লাহ তায়ালার** ভান্ডারের মধ্যে লুকায়িত এবং এর চাবি হলো দোয়া ও হালাল খাবার হলো এই চাবির দাঁত, যদি চাবিতে দাঁত না থাকে তবে দরজাও খুলবে না এবং যখন ভান্ডার খুলবে না তখন এর মাঝে লুকায়িত আনুগত্য পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছাতে পারবে? সুতরাং নিজের গ্রাসের নিরাপত্তা প্রদান করো এবং নিজের খাবারকে পবিত্র

করো, যেন যখন তোমার মৃত্যু আসবে তখন মন্দ আমলের অন্ধকারের পরিবর্তে নেক আমলের আলো তোমার সামনে প্রকাশিত হয়, আর নিজের অঙ্গকে হারাম খাওয়ার গুনাহ থেকে বাচিঁয়ে রাখো যেন তা সর্বদা বিরাজমান নেয়ামতের স্বাদ পেতে পারে। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِی الْاَیَّامِ الْخَالِیَةِ ﴿۲۴﴾

(পারা ২৯, সূরা হাক্কা, আয়াত ২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আহার করো এবং পান করো তৃপ্তি সহকারে, পুরস্কার সেটারই, যা তোমরা বিগত দিনগুলোতে প্রেরণ করেছো।

এবং যে হারাম খাবার এড়িয়ে চলে না তবে দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত থাকার পর তুত এর তিক্ততা এবং গরম ফল খাবে, তবে তা কিরূপ নিকৃষ্ট খাবার হবে এবং জীবন অতিষ্ট করে দেবে। (আঁসোয়ুঁ কা দরীয়া, পৃষ্ঠা-২৮৩)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বুঝা গেলো যে, হারাম খাবার অত্যন্ত ধ্বংসময় এবং হালাল খাবারে খুবই বরকত রয়েছে। যে সকল মুসলমান হালাল রিযিক উপার্জন করে নিজের পরিবার পরিজনদের হালাল খাওয়ায় ✵ তারা প্রশান্তি এবং স্বাচ্ছন্দময় জীবন অতিবাহিত করে। ✵ হালাল উপার্জন এবং হালাল আহারকারীরা মানুষের অন্তরে একটি বিশেষ স্থান করে নেয়। ✵ হালাল উপার্জন এবং হালাল আহারকারীদের কাজকর্মে বরকত হয়ে থাকে। ✵ হালাল উপার্জন এবং হালাল আহারকারীদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং তাদের দোয়া কবুল হয়। হালাল উপার্জন এবং হালাল আহারের ফযীলত এতই বেশি যে, মন চায় শুধু বয়ান করতেই থাকি এবং শুনতেই থাকি। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে ৪টি হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি এবং এর উপর আমল করার নিয়্যতও করি।

১. ইরশাদ হচ্ছে: যে চল্লিশ (৪০) দিন পর্যন্ত হালাল খেল, **আল্লাহ তায়ালা** তার অন্তরকে আলোকিত করে দেবেন এবং তার মুখে হিকমতের (প্রজ্ঞার) ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেবেন আর দুনিয়া ও আখিরাতে তার পথপ্রদর্শন করবেন।

(ইত্তিহাফুস সা'দাত, কিতাবুল হালাল ও হারাম, ১ম অধ্যায়, ৬/৪৫০)

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ উপার্জন করল, অতঃপর তা নিজে খেল বা এই উপার্জন দ্বারা পোষাক পরিধান করল এবং নিজে ছাড়াও **আল্লাহ তায়ালা**র অন্যান্য সৃষ্টি (যেমন নিজের পরিবার পরিজন এবং অন্যান্য লোক) কে খাওয়াল এবং পড়াল তবে তার এই আমল তার জন্য বরকত ও পবিত্রতা স্বরূপ।

(ইবনে হাব্বান, কিতাবুর রিদা', বাবুন নফকাহ, ৬ষ্ট অংশ, ৪/২১৮, হাদীস নং-৪২২২)

৩. **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিন সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক যুবক পাশ দিয়ে গেলো। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان একজন শক্তিশালি ও সুঠাম দেহের যুবককে দেখে বললেন: আহ! তার যৌবন এবং শক্তি যদি **আল্লাহ তায়ালা**র পথে ব্যয় হতো। এতে **আল্লাহ তায়ালার দয়া হয়ে দুনিয়ায় তাশরীফ আনয়নকারী নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি সে তার ছোট শিশুদের জন্য রিযিকের অন্বেষণে বের হয় তবে তা **আল্লাহ তায়ালা**রই পথ এবং যদি এই ব্যক্তি নিজের বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য রিযিকের অন্বেষণে বের হয় তবুও তা **আল্লাহ তায়ালা**রই পথ আর যদি সে নিজেকে (মানুষের সামনে হাত প্রসারিত করা বা হারাম খাবার থেকে) বাঁচাতে রিযিকের অন্বেষণে বের হয়ে তবেও তা **আল্লাহ তায়ালা**র পথে তবে যদি সে লোক দেখানো এবং গর্ব করার জন্য বের হয় তবে তা শয়তানের পথ।

(মু'জামুল আওসাত, ৫/১৩৬, হাদীস নং-৬৮৩)

৪. হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: আপনি দোয়া করুন যে, **আল্লাহ তায়ালা** যেন আমার দোয়া কবুল করে নেয়। তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "يَا سَعْد!اَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ" অর্থাৎ নিজের খাবারকে পবিত্র করে নাও, তোমার দোয়া কবুল হতে থাকবে। **(মু'জামুল আউসাত, মিন ইসমুহু মুহাম্মদ, ৫/৩৪, হাদীস নং-৬৪৯৫)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, **আল্লাহ তায়ালা** হালাল খাবারে কিরূপ বরকত রেখেছেন, হালাল খাবারের বরকতে বান্দার অন্তর নূর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, হালাল খাবারের বরকতে মূখ হিকমতের ঝর্ণধারায় পরিনত হয়, এটাও জানতে পারলাম যে, নিজের সন্তান সন্ততি ও বৃদ্ধ পিতা মাতার জন্য রিযিকের অন্বেষণকারী **আল্লাহ তায়ালা**র পথে হয়ে থাকে, একটু ভাবুন তো যে, হালাল খাবার

এবং উপার্জনকারীর কিরূপ ফযীলত ও বরকত অর্জিত হয়, কিন্তু আফসোস যে, অনেকে নফস ও শয়তানের হাতের খেলনায় রূপান্তরিত হয়ে রুজির হালাল ও পবিত্র এবং সহজ উপায় পাওয়ার পরও অযথা হারাম উপায় অবলম্বন করে, হারাম খেয়ে বা খাইয়ে নিজের জন্য জাহান্নামে যাওয়ার পথকে সুগম করছে। হালাল রুজি উপার্জন করা ও খাওয়া, হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে **আল্লাহ তায়ালার** নেক বান্দাদের আচার আচরণ প্রসংশার দাবীদার, এই ব্যক্তিত্বরা হালাল রিযিক অন্বেষণের জন্য অনেক সময় দূর দূরান্তের সফরও করতেন, তাছাড়া অপরের জিনিষকে গনিমত মনে করে নির্দয়ের ন্যায় কুক্ষিগতকারী ছিলো না বরং খুবই সাবধানী স্বভাবের ছিলেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি এবং মাদানী ফুল খুঁজি।

হালাল রিযিকের অন্বেষণে সফর

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"উয়ুনুল হিকায়াত (১ম অধ্যায়)"** এর ২২৩ ও ২২৪ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি মাশায়িখদের নিকট জিজ্ঞাসা করেছি, হালাল রিযিক কীভাবে এবং কোত্থেকে উপার্জন করব। আমার এই প্রশ্নের উত্তরে মাশায়িখরা বলেছিলেন, আপনি যদি হালাল রিযিক উপার্জন করতে চান, তাহলে সিরিয়া রাজ্যে চলে যান। সেখানে গিয়েই আপনি হালাল রিযিক উপার্জন করতে পারবেন। আমি সিরিয়া চলে গেলাম। সেখানকার এক শহর মুছাইছা গিয়ে পৌঁছালাম। সেখানে আমি অনেক দিন কাটালাম। লোকজন থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী কাজ করলে আমি সন্দেহাতীত হালাল রিযিক উপার্জন করতে পারব? কিন্তু কেউ আমাকে যথাযথ সেই পন্থা দেখাতে পারল না।

অবশেষে বিষয়টির সমাধান আমি সেখানকার মশায়িখদের নিকট চাইলাম। তাঁরা বললেন: আপনি যদি একান্ত হালাল উপায়ে রিযিক উপার্জন করতে চান, তাহলে 'তারসুস' নামের নগরীতে চলে যান। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সেখানে হালাল উপার্জনের মাধ্যমে হালাল রিযিক অর্জন করতে পারবেন। অতএব তাঁদের পরামর্শে আমি

তারসুস নগরীতে চলে এলাম। সেখানে হালাল উপার্জনের উদ্দেশ্যে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করলাম। একদিন কোন কাজ পাওয়া যায় কিনা ভেবে সমুদ্র সৈকতে গেলাম। আমি সেখানে থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল: আমার আঙ্গুর বাগানের দেখাশোনা করার জন্য একজন মালি প্রয়োজন। আপনি কি আমার বাগানে মালির দায়িত্ব পালন করতে পারবেন? আমি বললাম: ঠিক আছে, আমি করব। অতএব, আমি লোকটির সাথে গেলাম। খুবই কষ্ট আর মেহনত করে দায়িত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হলো। একদিন হঠাৎ কিছু বন্ধু-বান্ধবসহ বাগানের মালিক এলেন। এসেই আমাকে ডেকে বললেন: আমাদের জন্য উন্নত ধরনের কিছু মিষ্টি জাতের আঙ্গুর নিয়ে আসুন। আমিও টুকরি নিয়ে গিয়ে একটি গাছ থেকে আঙ্গুর এনে মালিকের সামনে রাখলাম। তিনি একটি আঙ্গুর মুখে দিয়ে দেখলেন, আঙ্গুর টক। তিনি আমাকে বললেন: হে মালিক! আপনাকে নিয়ে বড়ই আফসোস। এতদিন ধরে এই বাগানের কাজ করে যাচ্ছেন, অথচ এখনো পর্যন্ত টক আর মিষ্টি আঙ্গুরগুলোও চিনলেন না, অথচ আপনি বাগান থেকে আঙ্গুর তো খান।

আমি বললাম: **আল্লাহ**র কসম! আজ পর্যন্ত এই বাগানের একটি আঙ্গুরও আমি মুখে দিইনি। আমি কীভাবে জানব যে, কোন আঙ্গুর মিষ্টি আর কোন আঙ্গুর টক! আমাকে তো এই বাগানের একজন পাহারাদার হিসাবেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমার কাজ তো কেবল বাগানের দেখা-শোনা করা। কিন্তু আমি এই বাগান থেকে একটি আঙ্গুরও খাইনি।

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মুখে এই কথা শুনে বাগানের মালিক বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললেন: এর চেয়ে আশ্চর্যের আর কী হতে পারে যে, এক ব্যক্তি এতদিন যাবৎ বাগানের কাজ করবে, আর এতই ঈমানদারী রক্ষা করবে যে, সেই বাগানের একটি আঙ্গুরও খাবে না? আপনাদের কী মনে হয়? এই লোকটিকে তো ইব্রাহীম বিন আদহামের মতই মুত্তাকী-পরহেজগার বলে মনে হয়? (বাগানের মালিক জানতেন না যে, ইনিই হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এরপর আমি আমার কাজে চলে গেলাম এবং বাগানের মালিকও বিদায় নিলেন। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ১ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-২২৩-২২৪)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর হালাল খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বস্ততা এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীর প্রতি মারহাবা! যদি তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চাইতেন তবে **রব তাআলার** দরবারে দোয়া করলে তাঁকে সহজেই মনের মতো খাবার এবং পানীয় দান করে দেয়া হত, কিন্তু তিনি জানতেন যে, মেহনতেই মহত্ব, তাঁর বিশ্বস্ততা এবং তাকওয়া ও পরহেজগারীর এই অবস্থাও ছিল অনন্য, তাছাড়া আঙ্গরের পুরো বাগানের দেখাশুনার ভিত্তিতে তাঁর আয়ত্বে ও ক্ষমতাও ছিল, তিনি যদি চাইতেন তবে বাগানের আঙ্গরের পরিপূর্ণ স্বাদ গ্রহন করতে পারতেন কিন্তু তিনি সেই সব মানুষের মতো ছিলেন না যে, যারা হালাল ও হারামের তোয়াক্কা করেনা, যারা আমানতের খেয়ানতকারী এবং যাদের দৃষ্টি অন্যের সম্পদের দিকেই লেগে থাকে বরং তিনি তো হালাল খাওয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত ছিলেন।

হালাল পন্থায় উপার্জনের ৫০টি মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হালাল খাবারের বরকত পেতে, হারাম রোজগার থেকে বাঁচতে এবং হালাল পন্থায় উপার্জনের উপায় জানার জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত সংক্ষিপ্ত ও সমষ্টিগত রিসালা **"হালাল পন্থায় উপার্জনের ৫০টি মাদানী ফুল"** এর অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী, উম্মতের কল্যাণ কামনায় লিখিত রিসালাং তিনি হালাল রুজির ফযীলত, হারাম রুজি সম্পর্কে সতর্কবাণী এবং হালাল পন্থায় উপার্জনের ৫০টি তথ্য ভিত্তিক মাদানী ফুল বর্ণনা করেছেন, সুতরাং আজই এই অমূল্য রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে অধিকহারে সংগ্রহ করুন এবং বন্টন করার ব্যবস্থা করুন। বিশেষকরে সেই ইসলামী ভাই যারা চাকরী করেন বা যাদের অধীনে কর্মচারী রয়েছে, তারা তো এখনি এই রিসালাটি পাঠ করে নিন। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই কিতাবটি পাঠ করতেও পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউটও (Print Out) করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যতই আমরা **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক যুগ থেকে দূরে সরে আসছি, অজ্ঞতার অন্ধকার প্রধান্য বিস্তার করতে লাগলো, ধন সম্পদের লৌকিক উজ্জলতা এবং ছড়াছড়ি মানুষের দৃষ্টি ও জ্ঞানকে একেবারে অন্ধ করে দিয়েছে, পুর্বেকার লোকেরা হারাম ও নাজায়িয খাবার থেকে অনেক বেশি বেঁচে থাকতো, কিন্তু এখন অসতর্কতা এবং ঔদ্ধত্যতার অবস্থা এমন যে, مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ লোকেরা জেনেশুনেই হারাম খাচ্ছে, অনেক মূর্খরা তো গর্ব করে এরূপও বলে যে, আমার এই আলিশান সম্পত্তি এবং বাড়ি ও স্বাচ্ছন্দ দেখছেন, এ সব হারাম উপার্জনের কারণেই তো। আজকাল এই উচ্চ মূল্যের যুগে বিশ্বস্ত হয়ে উপার্জন করলে তো দু'বেলার খাবারও শান্তিতে খাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। পরিবারের নিত্য নতুন চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা সামান্য উপার্জনে কিভাবে পূরণ হবে। مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ

মনে রাখবেন! এসব কিছু দ্বীন থেকে দূরে থাকার কুফল। এমন যুগ সম্পর্কে অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যে, মানুষের এই বিষয়ের প্রতি কোন ধ্যান থাকবে না যে, সে (সম্পদ) কোত্থেকে অর্জন করেছে? হারাম থেকে নাকি হালাল থেকে।" **(বুখারী, কিতাবুল বিওয়া, ২/৭, হাদীস নং ২০৫৯)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: "অর্থাৎ আখেরি যুগে মানুষ দ্বীনের প্রতি বেপরওয়া হয়ে যাবে, পেটের চিন্তায় সব দিকেই ফেঁসে যাবে, উপার্জন বাড়ানো ও সম্পদ জমা করার ভাবনায় থাকবে, সকল হারাম ও হালাল গ্রহনে নির্ভিক হয়ে যাবে, যেমনটি আজকাল দেখা যাচ্ছে।" **(মিরাতুল মানাজিযহ, ৪/২২৯)**

অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে যে, "মানুষের মধ্যে একটি যুগ এমনই আসবে যে, সেই ব্যক্তি ছাড়া কারো দ্বীন নিরাপদ থাকবে না, যে নিজের দ্বীন নিয়ে (অর্থাৎ এর নিরাপত্তার জন্য) একটি পাহাড় থেকে আরেকটি পাহাড়ে এবং একটি গুহা থেকে আরেকটি গুহার দিকে ছুটবে। সেই সময় রুজি অর্জন **আল্লাহ তায়ালাকে**

অসন্তুষ্ট করা ছাড়া হবে না। যখন এই অবস্থা হবে তখন মানুষ তার স্ত্রী সন্তানের হাতে ধ্বংসে পতিত হবে, যদি স্ত্রী সন্তান না থাকে তবে পিতা মাতার হাতে সে ধ্বংস হবে এবং যদি পিতা মাতাও না থাকে তাবে তার ধ্বংস আত্মীয় বা প্রতিবেশীর হাতে হবে।" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **"ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কিভাবে হবে?" **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তারা তাকে দারিদ্যতার জন্য লজ্জা দিবে, সেই সময় সে নিজেকে ধ্বংসের স্থানে নিয়ে যাবে।" **(আয যুহুদুল কবীর লিল বায়হাকী, ২য় অংশ, পৃষ্ঠা-১৮৩, হাদীস নং-৪৩৯)**

হারাম সম্পদের শাস্তি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেই পরিবার পরিজনদের জন্য আমরা দিন রাত উপার্জন করি, তারাই কাল কিয়ামতের দিনে আমাদের অপমানের কারণ হতে পারে, আজ যদি আমরা সমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তবে দেখা যাবে লোকেরা স্ত্রী সন্তানদের জায়িয নাজায়িয চাহিদা এবং অনুরোধ পূরণ করার ধ্যানে মগ্ন, সম্পদের আগ্রহে এমনভাবে অন্ধ হয়ে গেছে যে, হারাম উপায় অবলম্বন করাকে খারাপও মনে করে না। মনে রাখবেন! পিতা মাতা, স্ত্রী সন্তান এবং নিকটাত্মীয়দের হক আদায় করা নিঃসন্দেহে আমাদেরই দায়িত্ব, কিন্তু যদি আমরা তাদের চাহিদা পূরণ করতে এবং তাদের ঠাট্টা বিদ্রুপ থেকে বাঁচার জন্য হারাম ও হালালের তোয়াক্কা না করেই ধন সম্পদ জমা করতে থাকি, বিপদের সময়ে তাদের ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা, **আল্লাহ**র উপর ভরসা ও অল্পেতুষ্টির মানষিকতা না দিই এবং হালাল ও হারামের পার্থক্য না শেখাই তবে হতে পারে কাল কিয়ামতের দিনে তারাই আমাদের বিরুদ্ধে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে অভিযোগ করবে এবং আমরা ফেঁসে যাবো।

আল্লাহ তায়ালার দরবারে দাবী

হযরত সায়্যিদুনা আবু লাইস সামারকান্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃতি করেন: বর্ণিত আছে যে, পুরুষের সাথে সম্পৃক্তদের মধ্যে সর্বপ্রথম তার স্ত্রী এবং তার সন্তানরাই রয়েছে, তারা সবাই (অর্থাৎ স্ত্রী, সন্তান কিয়ামতে) **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে আরয করবে: **হে আমাদের রব!** আমাদেরকে এই ব্যক্তি থেকে আমাদের হক আদায় করে দিন, কেননা সে কোন দিন আমাদের দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষা দেয়নি

এবং সে আমাদের হারাম খাইয়েছিলো, যা আমরা জানতাম না, অতঃপর সেই ব্যক্তিকে হারাম উপার্জনের জন্য এমনভাবে মারা হবে যে, তার মাংস ঝড়ে যাবে, অতঃপর তাকে মীযানের নিকট নেয়া হবে, ফিরিশতারা পাহাড় সমপরিমাণ তার নেকী নিয়ে আসবে তখন তার সন্তানদের মধ্যে একজন অগ্রসর হয়ে বলবে: "আমার নেকী অল্প" তখন সে এই নেকীসমূহ থেকে নিয়ে নিবে, অতঃপর আরেকজন এসে বলবে: "তুমি আমাদের সূদ খাইয়েছো" এবং তার নেকীসমূহ থেকে নিয়ে যাবে, এমনিভাবে তার পরিবারের লোকেরা তার সব নেকী নিয়ে নিবে এবং সে তার পরিবার পরিজনদের দিকে দুঃখ ভারাক্রান্ত ও অসহায়ভাবে তাকিয়ে বলবে: "এখন আমার ঘাঁড়ে সেই গুনাহ ও অত্যাচার সমূহ রয়ে গেছে, যা আমি তোমাদের জন্যই করেছিলাম।" ফিরিশতা বলবে: "সে ঐ দূর্ভাগা ব্যক্তি, যার নেকী সমূহ তারই পরিবারের লোকেরা নিয়ে গেছে এবং সে তাদেরই কারণে জাহান্নামে চলে গেলো।"

(আর রওযুল ফায়েক, ৪০১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো একবার! সেই ব্যক্তির দূর্ভাগ্যের অবস্থা কেমন হবে, যে নিজের পরিবার পরিজনের জন্য হারাম উপার্জন করেছে এবং কিয়ামতের দিন তার পরিবারই তার সকল নেকীসমূহ নিয়ে মুক্তি পেয়ে যাবে এবং সে নিজে কাঙ্গাল হয়ে পরে থাকবে। আমাদের সমাজের অবস্থা এমনভাবে খারাপ হয়ে গেছে যে, সম্পদের লোভ ও আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয়ে কাজকর্মে না জানি কেমন কেমন গুনাহ করা হয়, নকল, মিশ্রিত ও ত্রুটিযুক্ত বস্তুকে আসল, মানসম্মত এবং উন্নত মানের বলে বিক্রি করা হচ্ছে, ক্রেতা যদি কোন ত্রুটি চিহ্নিত করে তবে তাকে বিশ্বাস করানোর জন্য মিথ্যা শপথ করতেও দ্বিধাবোধ করেনা, এমনিভাবে অনেকের বড় ও ধনী হওয়ার, দামী দামী গাড়িতে ঘুরার, প্রসিদ্ধি ও পদ পাওয়ার, নিত্য নতুন সুবিধা ব্যবহার করে মজা করা, জায়গা জমি, মিল ও ফ্যাক্টরীর মালিক হওয়ার এমন ভূত চেপে বসে যে, তারা অন্যের মুখের গ্রাস কেঁড়ে নিয়ে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ানোর ধান্দায় পড়ে থাকে, চাই এই পথে কারো ঘর উজাড় করতে হোক, কারো প্রাণ নিতে হোক, কারো হক আত্মসাত করে হোক না কেন কোন পরওয়া করে না।

একটু ভাবুন তো! আমরা নিজের ব্যাপারে তো একেবারে সীমাতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করি যে, কেউ যেন আমাকে ধোকা দিতে না পারে, যেমন গাড়িতে

পেট্রোল ভরার সময়, বড় নোট নেয়ার সময়, দোকান, ঘর, জমি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি কেনার সময়, কোন কিছুর কাগজাদি বানানোর সময় তো খুবই বিচার বিবেচনা করে থাকি এবং যতক্ষন পর্যন্ত অন্তর সায় না দেয়, সামনে অগ্রসর হইনা, কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস!! যখন বিষয় আসে হালাল ও পবিত্র রুজি উপার্জন, খাওয়া এবং হারাম বস্তু থেকে বাঁচার তখন এরূপ অসাবধানতা অবলম্বন করা হয় যে, অন্তর রক্ত কান্না করলেও কম হবে। হারাম খাবার নিজের সাথে কি কি ধ্বংসযজ্ঞতা নিয়ে আসে, সেই সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী শ্রবণ করুন এবং হারাম থেকে বাঁচার নিয়্যত করে নিন।

১. ইরশাদ হচ্ছে: সেই পবিত্র স্বত্তার শপথ! যার কুদরতের অধীন আমি **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রাণ! নিশ্চয় বান্দা হারামের গ্রাস নিজের পেটে প্রবেশ করায় তবে তার ৪০ দিনের আমল কবুল হয় না এবং যে বান্দার মাংস হারাম ও সূদ দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার আগুনই সবচেয়ে বেশি উত্তম।

(মু'জামুল আউসাত, মিন ইসমু মুহাম্মদ, ৫/৩৪, হাদীস নং-৬৪৯৫)

২. ইরশাদ হচ্ছে: যখন মৃত ব্যক্তিকে খাটের উপর রেখে উঠানো হয়, তখন তার রূহ চঞ্চল হয়ে উঠে খাটের উপর বসে চিৎকার করে বলে যে, হে আমার পরিবার পরিজন! দুনিয়া তোমাদের সাথে এভাবে যেন না খেলে, যেমনিভাবে সে আমার সাথে খেলেছে, আমি হালাল এবং হালাল নয় এমন সম্পদ জমা করেছি এবং সেই সম্পদ অন্যের জন্য রেখে এসেছি, এর উপকার তাদের জন্য এবং এর ক্ষতি আমার জন্য, ব্যস যা কিছু আমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহন করো। **(আত তাযকিরাতু লিল কুরতুবী, পৃষ্ঠা-৬৯)**

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি ১০ দিরহামে একটি কাপড় কিনে এবং এই দিরহামে হারামের এক দিরহামও অর্ন্তভূক্ত থাকে তবে **আল্লাহ তায়ালা** ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোন নামায কবুল করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই কাপড় থেকে কিছু অংশও তার ব্যবহারে থাকে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল বিওয়া, ৪র্থ অংশ, ২/৮, হাদীস নং-৯২৬০)**

৪. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালার** একটি ফিরিশতা প্রতিটি দিন এবং রাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের ছাদের উপর আহবান করে: যে হারাম খেল তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার না কোন ফরয করবে, না কোন নফল। **(ইত্তিহাফুস সা'দাত, কিতাবুল হালাল ওয়াল হারাম, ৬/৪৫২)**

আসুন! হারাম উপার্জনের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল রহমান বিন আলী জাওযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বাণী শ্রবণ করি।

সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে জাওযীর নসিহত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দর রহমান বিন আলী জাওযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: হারাম খাদ্য এমন এক আগুন, যা চিন্তার চর্বিকে গলিয়ে দেয় এবং একাকিত্বে যিকিরের স্বাদকে ধ্বংস করে দেয় এবং সত্য নিয়্যতের পোষাককে জ্বালিয়ে দেয় আর হারামের কারণে অর্ন্তদৃষ্টিকে অন্ধ বানিয়ে দেয়, সুতরাং হালাল সম্পদ জমা করো এবং তা মধ্যম পন্থায় খরচ করো, নিজেও হারাম থেকে বেঁচে থেকো আর নিজের পরিবারকেও বাঁচাও, হারামখোড়দের সহচর্যে বসো না এবং তাদের খাবার খাওয়া থেকে বাঁচতে থাকো, যার উপার্জানের মাধ্যম হচ্ছে হারাম উপায়ে, তার সঙ্গ গ্রহন করো না। যদি তুমি তোমার পরহেযগারীতে দৃঢ় হও তবে কাউকেও হারামের দিকে নির্দেশনা দিও না, কেননা যদি সে তা খেয়ে নেয় তার হিসাব তোমার থেকে নেয়া হবে এবং হারাম অর্জনেও কাউকে সাহায্য করো না, কেননা সাহায্যকারীও কাজের অংশীদারই হয়। মনে রাখবে! হালাল খাবারেই আমল কবুল হয় এবং অনাহার ও অভাবকে লুকানো আর একাকিত্বে কান্না করে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলাতে আমলে কবুলিয়্যত এবং হালাল রিযিক উপার্জনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা রয়েছে।

(আঁসুয়োঁ কা দরীয়া, পৃষ্ঠা-২৮৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাধারণত অনেকে এই অভিযোগ করে যে, সে অনেকদিন ধরে অমুক কষ্ট বা রোগে আক্রান্ত, এর থেকে মুক্তির জন্য কাঁদতে কাঁদতে দোয়া করে থাকে, বিভিন্ন অযীফাও পাঠ করে, নিয়মিত নামায রোযাও আদায় করে, দান-সদকাও করে থাকে, বুযুর্গদের আস্তানায় গিয়ে দোয়াও প্রার্থনা করে, অনাহারীদের খাবারও খাওয়ায়, সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়ও অংশগ্রহন করে, কয়েকবার **মাদানী কাফেলায়** সফরও করেছে, কোন পীর ফকির বাদ রাখেনি, বিভিন্ন ধরণের চেষ্টা করেছে কিন্তু কষ্ট দূর হওয়ার পরিবর্তে আরো বেড়েই যাচ্ছে, অনেক মূর্খকে তো এমনও বলতে শুনা যায় যে, **"জানিনা এমন কি গুনাহ করেছি, যার কারণে আমি এই**

শাস্তি পাচ্ছি।" এমন বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলা ব্যক্তিদের উচিৎ যে, তারা দোয়া কবুল না হওয়ার প্রতি অভিযোগ অনুযোগ না করে, এর কারণ সম্পর্কে ভাবা, হতে পারে দোয়া কবুলের পথে বাঁধা স্বয়ং তারই কর্মপদ্ধতিই হয়ে দাড়িঁয়েছে, যেমন অনেক সময় দোয়া কবুলিয়্যতে হারামখোড়িই বাঁধা হয়ে আসে, যার কারণে দোয়া কবুল হয় না। যেমনটি,

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ তায়ালা** হচ্ছেন পবিত্র এবং পবিত্রতাকেই ভালবাসেন আর **আল্লাহ তায়ালা** মুমিনদেরকেও এর আদেশ দিয়েছেন, **যিনি** রাসূলদের আদেশ দিয়েছেন। **তিনি** রাসূলদের ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ

(পারা ১৮, সূরা মু'মিনুন, আয়াত ৫১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে পয়গাম্বরগণ! পবিত্র বস্তু আহার করো এবং সৎকর্ম করো।

এবং (মুমিনদের ইরশাদ করেন:)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৭২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! খাও, আমার প্রদত্ত পবিত্র বস্তুগুলো।

অতঃপর (**হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) দীর্ঘ সফরকারী এক ব্যক্তির আলোচনা করলেন যে, যার চুল পুরো অপরিস্কার এবং শরীর ধুলামলিন, সে নিজের হাত উঁচু করে **ইয়া রব! ইয়া রব!** বলে ডাকছে, অথচ তার খাবার হারামের, পানীয় হারামের, পোষাক হারামের এবং খোরাক হারামের, তবে তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে?"

(মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, পৃষ্ঠা-৫০৬, হাদীস নং-৬৫[১০১৫])

আলা হযরতের আব্বাজান হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: খাবার, পানীয়, পোষাক ও রোজগারে হারাম থেকে সতর্ক থেকো, কেননা হারাম খাওয়া ব্যক্তি এবং হারাম কাজ করা ব্যক্তির অধিকাংশ দোয়া অগ্রাহ্য করা হয়। (ফাযায়িলে দোয়া, পৃষ্ঠা-৬০)

আসুন! এ সম্পর্কে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শ্রবণ করি এবং শিক্ষার মাদানী ফুল গ্রহন করি;

দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ

হযরত সায়্যিদুনা উব্বাদ হাওয়াচ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ থেকে বর্ণিত; একবার হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কোন এক জায়গা দিয়ে গমন করছিলেন, তখন দেখলেন যে, এক ব্যক্তি হাত উঠিয়ে কেঁদে কেঁদে খুবই ভাবাবেশপূর্ণ ভঙ্গিতে দেয়ায় লিপ্ত রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তাকে দেখতে রইলেন, অতঃপর **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট আরয করলেন: হে **রহিম ও করীম পরওয়ারদিগার**! তুমি তোমার এই বান্দার দোয়া কবুল করছো না কেন? **আল্লাহ তায়ালা** হযরত মূসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন: হে মূসা! যদি এই ব্যক্তি এতই কাঁদে যে, তার নিশ্বাস বন্দ হয়ে যায় এবং নিজের হাত এতই উঁচু করে যে, আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবুও আমি তার দোয়া কবুল করবো না। হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আরয করলেন: আমার **মওলা!** এর কারণ কি? ইরশাদ হলো: সে হারাম খায় এবং হারাম পরিধান করে আর তার ঘরে হারাম সম্পদ রয়েছে। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৯৬)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, যারা হারাম খায়, হারাম পরিধান করে এবং নিজের ঘরে হারাম সম্পদ রাখে তবে তারা নিজের দোয়ার প্রতিফল থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখে এবং **আল্লাহ তায়ালা**র কহর ও গযবে পতিত হয়ে দোযখের আগুনের হকদার হয়ে যায়, সুতরাং যদি আমরা চাই যে, আমাদের দোয়া **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে কবুল হোক এবং **আল্লাহ তায়ালা**র অসন্তুষ্টি থেকে নিরাপত্তা নসীব হোক তবে আমাদের উচিৎ যে, শুধুমাত্র হালাল খাবার খাওয়াকেই নিজের অভ্যাসে পরিনত করা এবং হারাম ও নাজায়িয বস্তু থেকে বাঁচতে থাকা, ধরে নেয়া যাক, যদি স্বল্প আয়ে কারো জীবনোপায় পূর্ণ না হয় তবে সে অপ্রয়োজনীয় খরচাদি পরিহার করবে, সম্পদের লোভে হারাম উপায় অবলম্বন করবে না, অনেক সময় নিজ পরিবার, শশুড় পরিবার বা আত্মীয় স্বজনদের নিকট বিভিন্ন কথা শুনতে হয়, এমন পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমানদের উচিৎ যে, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বল্প আয়েও তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টির মানসিকতা তৈরি করা। অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি এই

পরিস্থিতিতে অতিষ্ট হয়ে হাল ছেড়ে দেয় এবং জুয়া, সূদ ও ঘুষ ইত্যাদি হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, নিজেও হারাম সম্পদ খায় এবং নিজের পরিবারদেরও হারাম সম্পদ খাওয়ায়, এভাবে নিজের জন্য এবং নিজের পরিবারের জন্য ধ্বংসকে আহবান করে।

সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেন আয় উপার্জনে এবং সম্পদ জমা করতে এতই ব্যস্ত হয়ে না পড়ি যে, পরিবারকে ইসলামী শিক্ষা দেয়া হতে উদাসীন হয়ে যাই, অতএব প্রয়োজনানুযায়ী হালাল রিযিক উপার্জন করুন এবং অবশ্যই উপার্জন করুন, কিন্তু পাশাপাশি এই কথাটিও মনে গেঁথে নিন যে, পরিবারকে সুন্নাত অনুযায়ী মাদানী শিক্ষা দেওয়াও পরিবারের কর্তার উপর আবশ্যক, কিন্তু এর জন্য আবশ্যক যে, সে নিজেও যেন কোন উত্তম পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং তার নিজেরও যেন মাদানী মানসিকতা থাকে, নয়তো সফলতার আশা করা অযথা, সাধারণত দেখা যায় যে, পিতা মাতা তাদের সন্তানদের জন্য খুবই আবেগিভঙ্গিতে দোয়ার আবেদন করে থাকে যে, জনাব দোয়া করুন: যেন আমার সন্তান নামাযী হয়ে যায়, অথচ নিজে জুমার নামাযও পড়ে না। জনাব দোয়া করুন: আমার সন্তান যেন কোরআনের তিলাওয়াত করে, অথচ নিজে রমযান মাসেও কোরআনে করীম খুলেও দেখে না। জনাব দোয়া করুন: আমার সন্তান যেন সঠিক পথে চলে আসে, সিনেমা নাটক, মন্দ বন্ধু বান্ধব ছেড়ে দেয়, অথচ নিজে যুবক ছেলে ও যুবতী মেয়েদের সাথে একত্রে বসে গুনাহে ভরা চ্যানেল দেখতে লজ্জা করে না, অথচ নিজে গুনাহে ভরা জায়গায় খুবই আগ্রহ সহকারে বসে সময় নষ্ট করে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সন্তান নেক হওয়ার আশা করা খুবই উত্তম, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের নিজের আচরণ যাচাই করতে হবে, ইলমে দ্বীন অর্জন করে তার উপর আমল করতে হবে, হালাল রুজিতে হারামের যতই উপায় অর্ন্তভূক্ত হতে পারে, তা থেকে নিজেকে সতর্ক রাখতে হবে, প্রতিটি কদমে ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের নির্দেশনা নিতে হবে, অনেক সময় শরীয়তের পরিপন্থি কাজ হয়ে যাওয়ার পর শরীয়তের নির্দেশনা নেয়া হয় যে, অমুক কাজটি আমার জন্য জায়িয ছিলো নাকি না। আহ! যদি যে কোন নতুন কাজ, ব্যবসা শুরু করার পূর্বেই সেই কাজের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা নেয়ার মাদানী মানসিকতা তৈরী হয়ে যায় যে, আমি অমুক

কাজটি করতে চাই, তা শরীয়তের চাহিদা অনুযায়ী আমি কিভাবে করতে পারি? আমার জন্য এই কাজটি কি জায়িয ও হালাল নাকি নয়?

অনেক কাজ, ব্যবসা এমন রয়েছে, যাতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলেই কাজটি করে, যাকে আমরা অংশীদারিত্ব (Partnership) বলে থাকি, এই অবস্থায় তো আরো বেশি সতর্কতা প্রয়োজন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৮টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি কাজ "মাদানী দাওরা"

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদি পরিবারের সংশোধন এবং তাদের মাদানী শিক্ষা দেয়া আর ঘরে মাদানী পরিবেশ বানানোর চেষ্টায় সফল হওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো **"মাদানী দাওরা"**। যার মাধ্যমে ইসলামী বোনদেরক ঘরে ঘরে গিয়ে নেকীর দাওয়াত দেয়া হয়। সাপ্তাহের যেকোন একদিন নির্দিষ্ট করে স্থান পরিবর্তন করে করে **'মাদানী দাওরা'**র মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করুন। কমপক্ষে ৭ জন ইসলামী বোন (যাতে কমপক্ষে একজন বেশি বয়সের অবশ্যই হওয়া চাই) নিজ যেলী হালকার আশেপাশে (পর্দা সহকারে) ঘরে ঘরে গিয়ে ৭২ মিনিট **'মাদানী দাওরা'** করুন। নেকীর দাওয়াত দেয়া তো এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام বরং স্বয়ং **সৈয়্যদুল আম্বিয়া, আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও এই উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী কাজের অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা (Benefits) রয়েছে, ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নেকীর দাওয়াত দেয়ার সুন্নাতের উপর আমল হয়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে ইসলামী বোনদের সাথে সাক্ষাত ও সালামের সুন্নাত প্রসার হয়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে ইলমে দ্বীন এবং নেকীর দাওয়াতের মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে বেনামাযীদের নামাযী বানানোতে অনেক সাহায্য অর্জিত হয়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে **দা'ওয়াতে**

ইসলামীর মাদানী পরিবেশের প্রসার ও সুনাম হয় সুতরাং আপনিও মাদানী কাজের সাড়া জাগিয়ে তুলুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ততার একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি। আসুন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালী হয়ে গেলেন

পাঞ্জাবের এক ইসলামী বোন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে নিত্য নতুন ফ্যাশন, গান বাজনা এবং বেপর্দা হওয়ার গুনাহে গ্রেফতার ছিলো, তাছাড়া রাগ এবং খিটখিটে স্বভাবও তার মাঝে অন্তর্ভূক্ত ছিলো। তার জীবনে মাদানী পরিবর্তন কিছুটা এভাবে হলো যে, একদিন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী বোন তাকে নেকীর দাওয়াত দিলো এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে হওয়া ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহনের মানসিকতা প্রদান করলো। তার মুখের এমন প্রভাব ছিলো যে, সে তার দাওয়াত কবুল না করে পারলো না এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পৌঁছে গেলো। তিলাওয়াত ও নাত শরীফের পর হওয়া সুন্নাতে ভরা বয়ান খুবই প্রভাবান্বিত ছিলো। অতঃপর **আল্লাহ তায়ালা**র যিকিরের আওয়াজ এবং কেঁদে কেঁদে করা ভাব গাম্ভির্যপূর্ণ দোয়া তাকে খুবই প্রভাবিক করলো। ইজতিমায় হওয়া **আল্লাহ তায়ালা**র যিকিরে তার অন্তরে খুবই প্রশান্তি বিরাজ করলো। সেই দিন আর এই দিন! সে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালী হয়ে গেলো, সেই ইজতিমায় অংশগ্রহনের পূর্বে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ সে বেপর্দার ন্যায় গুনাহে গ্রেফতার ছিলো, কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতে ভরা ইজিতিমায় অংশগ্রহনের বরকতে সে মাদানী বোরকা সাজিয়ে নিলো এবং এখনো পর্যন্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এতে অবিচলতা অর্জিত আছে।

"যদি আপনারও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের মাধ্যমে কোন বাহার বা বরকত অর্জিত হয় তবে শেষে মাদানী বাহারের অফিসে জমা করিয়ে দিন।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জামেয়াতুল মদীনা বালিকা শাখা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দুনিয়া জুড়ে প্রায় ১০৭টি বিভাগে নেকীর দাওয়াত প্রসারের কাজ করে যাচ্ছে, এই বিভাগ গুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"জামেয়াতুল মদীনা বালিকা শাখা মজলিশ"**। শরয়ী মাসআলা জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং জামেয়াতুল মদীনা বালিকা শাখায় ভর্তি হয়ে যান। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ জামেয়াতুল মদীনা বালিকা শাখা মজলিশের অধীনে দেশ বিদেশে অসংখ্য জামেয়াতুল মদীনা বালিকা শাখা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যাতে ছাত্রীরা দরসে নিজামী (আলিমা কোর্স) এর ফ্রি শিক্ষা অর্জন করছে। সুতরাং হিম্মত করুন! আপনারাও এবং নিজের প্রাপ্তবয়স্কা বোন, কন্যাকেও জামেয়াতুল মদীনা (বালিকা শাখা)য় ভর্তি করিয়ে দিন এবং নিজের জন্য সাওয়াবে জারিয়ার ব্যবস্থা করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

শয়ন ও জাগরনের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে শয়ন ও জাগরনের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ✲ শয়ন করার পূর্বে বিছানাকে ভালভাবে ঝেড়ে নিন, যাতে কোন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়। ✲ শয়ন করার পূর্বে এ দোয়াটি পড়ে নিন: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى **অনুবাদ:-** হে **আল্লাহ**! আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং জীবিত হব। (অর্থাৎ শয়ন করি ও জাগ্রত হই)। **(বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৬, হাদীস নং- ৬৩২৫)** ✲

আসরের পর ঘুমালে স্মরণ শক্তি কমে যায়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায় আর তার বুদ্ধি কমে যায়, তবে সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে।" (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৪র্থ খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৯৭) ✻ দুপুরে কায়লুলা (অর্থাৎ কিছুক্ষণ শয়ন করা) মুস্তাহাব। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যথাসম্ভব এটা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হবে, যারা রাত জেগে ইবাদত করে, নামায আদায় করে, **আল্লাহ্**র যিকির করে কিংবা কিতাব পাঠ করে অথবা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকে। কেননা, রাত জাগার কারণে যে ক্লান্তি আসে তা দূর হয়ে যাবে। (বাহারে শরিয়ত, ১৬তম অংশ, ৩/৭৯) ✻ দিনের শুরুতে কিংবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরূহ। (আলমগিরী, ৫/৩৭৬) ✻ পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো মুস্তাহাব এবং ✻ কিছুক্ষণ ডান পার্শ্ব হয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করুন এরপর বাম পার্শ্ব হয়ে শয়ন করুন, (প্রাগুক্ত) ✻ শয়ন করার সময় কবরে শয়ন করার কথা খেয়াল করুন। কেননা সেখানে একা শয়ন করতে হবে আপন আমল ব্যতীত কেউ সঙ্গী হবে না, ✻ শয়ন করার সময় **আল্লাহ্**র যিকির, তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন, (অর্থাৎ- لَا اِلٰهَ اِلَّااللهُ ۔ سُبْحٰنَ الله ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰه পড়তে থাকুন) ঘুম আসা পর্যন্ত এভাবে করতে থাকুন কেননা মানুষ যে অবস্থায় শয়ন করে ঐ অবস্থায় উঠে এবং যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে। (প্রাগুক্ত) ✻ জাগ্রত হওয়ার পর এ দোয়া পাঠ করুন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ (বুখারী শরীফ, ৪/১৯৬, হাদীস নং- ৬৩২৫) **অনুবাদ:** সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ✻ ঐ সময় এ বিষয়ের দৃঢ় সংকল্প করুন পরহিযগারী ও তাকওয়া অবলম্বন করব কারো উপর জুলুম করব না। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫/৩৭৬) ✻ যেসব ছেলে ও মেয়ের বয়স ১০ বছর হয়েছে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে ঘুমানোর ব্যবস্থা করা উচিৎ বরং এ বয়সের ছেলেকে সমবয়সী কিংবা তার চাইতে বড় পুরুষের সাথে ঘুমাতে দিবেন না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৩০) ✻ স্বামী স্ত্রী যতক্ষণ একসঙ্গে শয়ন করবে তখন দশ বছর বয়সী সন্তানকে নিজের সাথে রাখবে না, সন্তানের যখন উত্তেজনা শক্তি আসে তবে সে পুরুষের হুকুমেই পড়বে। (দুররে মুখতার, ৯/৬৩০) ✻ ঘুম

থেকে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করুন, ✻ রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করাতো সৌভাগ্যের ব্যাপার। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে রাতের নামায।" (সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৬৩)